আলমডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে ফুটপাত অবৈধ দখল মুক্ত অভিযান

আলমডাঙ্গা পৌরসভার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মেহেদী ইসলাম আলমডাঙ্গা পৌর এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত অভিযান পরিচালনা করেন।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে এই অভিযান পরিচালনা কালে আলমডাঙ্গা হলুদপটিতে ফুটপথ ও ড্রেনের উপর রাখা বিভিন্ন মালামাল জব্দ করেন এবং সকলকে ফুটপাথ ও ড্রেনের উপর কোন ব্যাবসায়ীদের মালামাল না রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সেই সাথে যত্রতত্র মোটর সাইকেল, পাখি ভ্যান, আলমসাধু পার্কিং না করার জন্য পথচারী, ব্যাবসায়ীগন ও গাড়ী চালকদের পরামর্শ দেন এবং পরিচ্ছন্ন ও যানজটমুক্ত নগর গড়ে তোলার প্রত্যাশায় সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ এককালীন নয়, বরং ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। প্রধান সড়ক, সোনাপট্টি সড়ক, হলুদ পট্টি, মাছবাজার এবং আলিফউদ্দিন রোড এলাকায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। অভিযানের সময় অবৈধভাবে পার্কিং করা পাখিভ্যান জব্দ করা হয় এবং রাস্তার উপর রাখা দোকানের মালামালও সরিয়ে নেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গা পৌর বাজারে ফুটপাত দখলমুক্ত অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন প্রশাসক শেখ মেহেদী ইসলাম। পথচারীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে আলমডাঙ্গা পৌরসভা বাজারে শুরু হয়েছে ফুটপাত দখলমুক্ত অভিযান। পৌর প্রশাসক শেখ মেহেদী ইসলামের নেতৃত্বে বাজার এলাকায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সুস্থ ও সুন্দর নগর জীবনের জন্য এ উদ্যোগকে সবাইকে সহযোগিতা করার আহ্বান।

আলমডাঙ্গায় ইয়াবাসহ এক যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় পনেরো পিস ইয়াবাসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

থানা সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাঃ মাসুদুর রহমান, পিপিএম এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) পবিত্র মন্ডল, বড়গাংনী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, আলমাডাঙ্গা থানা ও সংগীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযানে বের হন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত শনিবার রাত ১০টা ১৫ মিনিটে নান্দবার মাঠপাড়া গ্রামের জনৈক মৃগেল সাহার ফাঁকা জমির সামনে ইটের সলিং রাস্তা থেকে মোঃ ফজলুল হকের ছেলে মোঃ নাজমুল হক (৩৯) কে পনেরো পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ তালিকামূলে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মোবাইলের দোকানে চুরি, চোর গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজের সামনে মোবাইল ফোনের দোকানে চুরির ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এসময় চুরি হওয়া মালামালের বেশির ভাগ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোরের মধ্যে অজ্ঞাতনামা চোরেরা টিনের চাল কেটে মো. ফিরোজ আলীর দোকানে প্রবেশ করে। দোকান থেকে ৮টি মোবাইল ফোন, মনিটর, হার্ডডিস্ক, চার্জার, হেডফোন, ব্যাটারি ও নগদ ১৭ হাজার টাকা সহ প্রায় এক লাখ ২০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

ঘটনার পর আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই নুর ইসলাম অভিযান চালান। গত শনিবার গভীর রাতে এরশাদপুর গ্রাম থেকে মো. ইয়ামিন আলী (২০) কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার বাড়ি এরশাদপুরেই।

পুলিশ তার বাড়ি থেকে চুরি হওয়া মাইক্রোফোন, কম্পিউটার মনিটর, হার্ডডিস্ক, ২৬টি মোবাইল ব্যাটারি, পাঁচটি চার্জার, পাঁচটি হেডফোন, পাঁচটি মোবাইল ফোনসহ চুরির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম উদ্ধার করে।

গ্রেপ্তারকৃত ইয়ামিনকে আজ রবিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে নির্বাচনী পোলিং এজেন্ট প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মনোনীত প্রার্থী ও জেলা সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেছেন, কোনো হুমকি-ধামকি কিংবা ভয়ভীতি দেখিয়ে জামায়াতের এই গণজোয়ারকে থামানো যাবে না।

আজ শুক্রবার সকালে আলমডাঙ্গার হাজী মোড়স্থ লায়লা কনভেনশন হলে উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে কেন্দ্রভিত্তিক প্রধান পোলিং এজেন্টদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন। অ্যাডভোকেট রাসেল আরও বলেন, আমাদের অনেক ভাইকে গুম, ক্রসফায়ার ও ফাঁসির মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে, তবুও আমরা পিছপা হইনি। আমাদের লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। তিনি পোলিং এজেন্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যেক কেন্দ্রে পোলিং এজেন্টদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বোচ্চ সজাগ থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানে জেলা যুব বিভাগের সভাপতি শেখ নুর মুহাম্মদ হুসাইন টিপুর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা সহকারী সেক্রেটারী ও আইবিডব্লিউএফ সভাপতি আব্দুল কাদের, আইন-আদালত বিষয়ক সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী দারুস সালাম, উপজেলা আমীর প্রভাষক শফিউল আলম বকুল, পৌর আমীর মাহের আলী, নায়েবে আমীর ইউসুফ আলী মাস্টার, থানা সেক্রেটারী মামুন রেজা, যুব সেক্রেটারী তরিকুল ইসলাম এবং তারবিয়াত সেক্রেটারী বিলাল হোসাইন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নির্বাচনী সদস্য সচিব কাইয়ুম উদ্দিন হিরক।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পাঁচ জন ডাকাত গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র ও সরঞ্জামসহ পাঁচজন কে গ্রেফতার করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। পুলিশের অভিযানে ফাঁদে ধরা পড়ে সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্র।

এ সময় দেশীয় অস্ত্র, লোহার রড, দড়ি ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায় গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠ এলাকার চুয়াডাঙ্গা–আলমডাঙ্গা সড়কের পাশে কাঠালবাগানে ডাকাতদল সমবেত হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সেখানে বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়, তবে আরও কয়েকজন সহযোগী দৌড়ে পালিয়ে যায়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন—সাহেবনগর ক্যানালপাড়া গ্রামের পলান প্রামানিকের ছেলে ছমির উদ্দিন (৪০), ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে ছহির উদ্দিন ওরফে সৈরুদ্দিন (৪৫), মোহাম্মদপুর পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত ফরমান আলীর ছেলে মুজিবর রহমান (৩৩),

ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দাল হকের ছেলে নাজমুল ইসলাম (৩৫) এবং কচুবাড়ীয়া (আমলা) গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে আরিফ হোসেন (৩৮)।

অভিযানে একটি চাপাতি, একটি দাও, দুটি লোহার রড, একটি সাবল, একটি ছোরা, এক গোছা লাইলনের দড়ি, একটি ব্যাটারি চালিত পুরাতন পাখি ভ্যান (মূল্য আনুমানিক ৪৫ হাজার টাকা) ও চারটি সিম্ফনি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, “আমরা এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টকারী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছি। কেউ যদি ডাকাতির প্রস্তুতি নেয় বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় ধানকাটাকে কেন্দ্র করে জামাই-শশুর সংঘর্ষ

আলমডাঙ্গায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে শ্বশুর–জামাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় তিন প্রতিবেশী। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হলেও ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নিরীহ প্রতিবেশীদের আসামি করে মামলা করায় এলাকায় ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার জাহাপুর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাগদাহ ইউনিয়নের ভেদামারি গ্রামের হবি মোল্লার ছেলে তালেবের সঙ্গে জাহাপুর গ্রামের হারেজ আলীর মেয়ে কাকলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের দাম্পত্য জীবনে কলহ চলতে থাকে। একাধিকবার তালাক–পুনর্বিবাহ হলেও শেষ পর্যন্ত তালেব এক মাস আগে কাকলীকে ডিভোর্স দেন। এ ঘটনার পর থেকেই শ্বশুর হারেজ আলী ও জামাই তালেবের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়।

চলতি আমন মৌসুমে হারেজ দেড় বিঘা জমিতে ধান চাষের সুযোগ দেন জামাই তালেবকে। গত মঙ্গলবার দুপুরে তালেব ওই জমির ধান কাটতে গেলে স্ত্রী কাকলী ও তার বোন শ্যামলী বাঁধা দেন। পরে রাত সাড়ে ৭টার দিকে হারেজ ধান কাটা মেশিন নিয়ে জমিতে গেলে খবর পেয়ে তালেব লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছান। এসময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

অন্যদিকে, জমি নিয়ে হারেজ আলীর সঙ্গে প্রতিবেশী আব্দুল হান্নান, দেলোয়ার ও মোশারেফসহ কয়েকজনের দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। ১৯৯৫ সালে এক একর ৫৭ শতক জমি নিয়ে মামলা হলেও ২০০১ সালে আদালত তা নিষ্পত্তি করে। এরপর ২০১৫ সালে হারেজ পুনরায় একই জমি নিয়ে মামলা করেন।

এ বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবারের শ্বশুর–জামাই সংঘর্ষ ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক বিষয়। অথচ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জমি বিরোধের সুযোগে প্রতিবেশী হান্নান, দেলোয়ার ও মোশারেফকে মামলায় আসামি করা হয়েছে। এতে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, হারেজ আলী ও তার পরিবার দুধর্ষ স্বভাবের। তারা অতীতেও বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে হয়রানি করেছেন। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে সমালোচনা চলছে।

আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে দিনমজুরের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভার পশুহাট এলাকার একটি পুকুরের পানিতে ডুবে খাইরুল ইসলাম (৩৫) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টার পর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত খাইরুল ইসলামের বাড়ি উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের লস্কর আলী

পাড়ায়। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর।

পরিবার ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, খাইরুল দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও মৃগী রোগে ভুগছিলেন।

স্থানীয় শ্রমিকেরা জানান, এদিন সকালে খাইরুলসহ কয়েকজন শ্রমিক পৌরসভার পশুহাট এলাকার একটি বড় পুকুরে কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজে যোগ দেন। সারা দিন কাজ শেষে সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নেন। তবে খাইরুলকে তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রথমে ধারণা করা হয় তিনি হয়তো বাড়ি ফিরে গেছেন। কিন্তু খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে তার মরদেহ ভাসতে দেখা যায়। স্থানীয় শ্রমিক ও এলাকাবাসী মরদেহটি উদ্ধার করে। খাইরুল দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হঠাৎ এভাবে মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান জানান, মৃগী রোগের কারণে খাইরুল পানিতে ডুবে মারা যান বলে ধারণা করা হচ্ছে। যেহেতু পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই, তাই আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর অভিযানে ২০০ কেজি কারেন্ট জাল জব্দ

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে পৌরসভার পশুহাট এলাকায় চালানো অভিযানে প্রায় ২০০ কেজি জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু ব্যক্তি নিষিদ্ধ এই কারেন্ট জাল ব্যবহার করে স্থানীয় জলাশয় ও খাল-বিলে

নির্বিচারে মাছ শিকার করছিল। এতে দেশীয় প্রজাতির মাছ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং মাছের প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসুর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী অভিযান চালায়।

অভিযানে উপস্থিত আলমডাঙ্গা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, কারেন্ট জাল মাছের জন্য ভয়াবহ। ছোট-বড় সব মাছই এতে আটকা পড়ে। এমনকি মাছের ডিম-পোনাও রক্ষা পায় না। ফলে মাছের প্রজনন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এজন্য আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি।

অভিযানে অংশ নেওয়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বলেন, প্রশাসনের এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে মৎস্যসম্পদ রক্ষা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে অসাধু ব্যবসায়ীরা এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবে।

সরকার কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও গোপনে এখনো এসব জাল ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বুধবারের এ অভিযান এলাকাজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছে, নিয়মিত অভিযান হলে নদী-খাল-বিলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য টিকে থাকবে এবং মাছের প্রজনন ও প্রজাতি রক্ষা পাবে।

আলমডাঙ্গায় কৃষি অফিসার বদলির প্রতিবাদে কৃষকদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীনকে হঠাৎ বদলির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন স্থানীয় কৃষকরা।

বদলির আদেশকে ‘অযৌক্তিক’ ও ‘ষড়যন্ত্রমূলক’ বলে উল্লেখ করে গতকাল বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গার হাইরোড আল-তায়েবার মোড়ে মানববন্ধন করেন তারা। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

গত বৃহস্পতিবার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে জারি করা

প্রজ্ঞাপনে রেহেনা পারভীনকে বদলি করা হয়।

মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা শতাধিক কৃষক অংশ নেন। তাদের অভিযোগ, রেহেনা পারভীন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কৃষি খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। তিনি নিয়মিত মাঠে গিয়ে কৃষকদের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং ভেজাল বীজ ও সার মজুতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।

ডাউকি ইউনিয়নের কৃষক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা যতদিন মনে করতে পারি, কোনো কৃষি কর্মকর্তা মাঠে এসে এভাবে কৃষকের পাশে ছিলেন না। তিনি না থাকলে আবারও দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

জামজামি ইউনিয়নের কৃষক লাল মিয়া বলেন, রেহেনা পারভীন সৎ ও ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন। এই কারণেই প্রভাবশালী একটি মহল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

কৃষকদের দাবি, রেহেনা পারভীন মাঠপর্যায়ের কৃষকদের কাছে ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তার উপস্থিতিতেই সার পাচার ও মজুত বন্ধ হয়েছিল। মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তার বদলির জন্য চাপ দিয়েছে।

মানববন্ধন শেষে কৃষকদের একটি প্রতিনিধি দল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মেহেদী ইসলামের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। তিনি সমকালকে বলেন, কৃষকদের দাবি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেব।

যোগাযোগ করা হলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীন বলেন, আমি সব সময় চেষ্টা করেছি কৃষকদের স্বার্থে কাজ করার। মাঠে থেকে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোই আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল। বদলির বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে কৃষকদের ভালোবাসা আমার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রেহেনা পারভীন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আলমডাঙ্গায় কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। সার ডিলার পয়েন্টগুলো নিয়মিত মনিটরিং করায় ভেজাল সার ও মজুতের প্রবণতা অনেকটাই কমে যায়। এ কারণে একশ্রেণির ব্যবসায়ী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

কৃষকদের অভিযোগ, মূলত এই চাপ থেকেই তাকে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জুয়ার আসর পরিচালনার অভিযোগ গ্রাম পুলিশ আলমগীরের বিরুদ্ধে

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ আলমগীর জুয়ার বোর্ড পরিচালনা করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগে বিক্ষোভের মুখে পড়েছে আলমগীর ।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে গ্রাম পুলিশের দায়িত্বে থাকা আলমগীর হোসেন এখন হয়ে উঠেছেন জুয়া পরিচালনা গডফাদার। যিনি জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার বদলে নিজেই অপরাধ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক বনে গেছেন।

অভিযুক্ত গ্রাম পুলিশ আলমগীর হোসেন ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারি গ্রামের বাসিন্দা ওয়াহাব আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত আলমগীরের ছত্রছায়ায় চলে জুয়ার আসর। যুবসমাজ জুয়ার নেশায় জড়িয়ে পড়ছে, পরিবার ভাঙছে, সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। এমনকি অল্প বয়সী ছেলেরাও অপরাধচক্রের শিকার হচ্ছে।

শুধু এখানেই শেষ নয়, প্রতারণারও ভয়াবহ অভিযোগ রয়েছে। ডাউকি পোয়ামারির এক অসহায় পরিবার অভিযোগ করেছে, সরকারি (পঙ্গু) ভাতা কার্ড করে দেওয়ার নাম করে তিনি ৬ হাজার টাকা নেন। কিন্তু এক বছরেরও বেশি সময় পেরোলেও কার্ডের কোনো খবর নেই। টাকা ফেরত চাইতে গেলে পরিবারটি হুমকি ও হয়রানির শিকার হয়।

প্রশাসনের নীরবতায় এ অভিযোগে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ। তারা বলছে, ইউনিয়নে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন গ্রাম পুলিশই যখন অপরাধচক্রের হোতা, তখন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? ডাউকি ইউনিয়নের প্রবীণ এক নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যে আইন রক্ষা করবে তাকেই এখন আটকাতে চাইছে জনগণ, এটা কি গণতন্ত্রের অপমান নয়?

স্থানীয়দের একটাই দাবি অবিলম্বে কুখ্যাত গ্রাম পুলিশ আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। অন্যথায় ডাউকি ইউনিয়নের শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়বে।